DESTRUCTED DESTRUCTED

• মৎস্য অধিদপ্তর • মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

Special Supplement

SAUDI BANGLADESH INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL INVESTMENT COMPANY LIMITED (SABINCO)

DEVELOPMENT OF FISHERIES SECTOR: SABINCO'S ROLE & VISION

G.M. Salehuddin Ahmed



The Daily Star

মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়োজনে প্রতি বছরের মত এবারেও দেশে ১৬ই আগস্ট থেকে মৎস্য পক্ষ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ ধরনের উদ্যোগ জনগণের মাঝে মৎস্য চাষ সম্পর্কে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করবে বলে আমি আশা করি।

আমাদের প্রয়োজন দেশের পানি সম্পদের সদ্মবহার করে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি ও আহরণের সৃষ্ঠ্ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। বাংলাদেশ নদীমাত্র দেশ। মৎস্য সম্পদ এদেশের জনগণের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উৎস। এই সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করে মৎস্য আহরণ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থনির্ভরতা অর্জন করতে হবে। একই সাথে মৎস্য চাষের পাশাপাশি এর প্রাকৃতিক উৎস সমূহের সংরক্ষণে উদ্যোগ নিতে হবে। দেশের মৎস্যজীবীদের জীবন–মানের উন্নয়নে ও গ্রামীণ মানুষের আর্থিক সঞ্চলতা অর্জনে এই মৎস্য পক্ষ ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

আমি মৎস্য পক্ষের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস গণপ্ৰজাতন্ত্ৰী বাংলাদেশ



অন্তরঙ্গকথা, অন্তরেরকথা

একদা বাংলা ভাষার কবি তীর সন্তান যেন দুধে–ভাতে থাকে সেই কামনা করে গিয়েছিলেন। তিনি কি কখনো স্বপুরু ভেবেছিলেন তার প্রিয় পানীয় দৃধ নির্জ্পীকৃত বিচুর্ণ অবস্থায় একদিন আশ্রয় নেবে বিদেশী টিনের কৌটায়? আর দ্ধ–ভাত অনেকের কাছে হয়ে উঠবে এক স্বপুে দেখা খাবার

তেমনি মাছে-ভাতে বাঙ্গালীর পাত থেকে কোনদিন ডানা **मुर्गा डिया**७ হবে টুক্টুকে পুঁটি কিংবা চক্চকে একথা কি কেউ কোনকালে করেছিল? আমাদের অপরি-কল্পিত ব্যবস্থাপনা, মৎস্য আহরণে মাৎস্যন্যায় আচরণ ও অবিমৃষ্যকারিতা আমাদেরকে

पृष्कशैन, মৎস্যহীন ভয়াবহ প্রধাবিত সকরুণ পরিণতি থেকে বাঁচার তাগিদে, আশার কথা, বিলয়ে হলেও আমাদের সমগ্র জাতির আজ কমবেশী চৈতন্যোদয় হয়েছে, আমরা আমাদের লুঙ ঐতিহ্যকে ফিরে পেতে এখন মৎস্যচাষে গবাদি পশুপালনে মনোযোগ দিচ্ছি।

চাব না করলে যেমন সবুজ প্রান্তরে বয়ন্ত্র সোনালী শস্য না, সব রক্ষের জলাশয়েও তেমনি রপালী মাছ পেতে হলে চাষ করতে হয় মাছের। এই ধারণাটি আমাদের দেশে এই সেদিনও দুঃ বজনকভাবে যত তাড়াতাড় আমাদের সকলের মধ্যে এই উপলব্ধিটি দানা বাঁধে ততই কারণেই আমাদের এবারের গ্রোগান তাই: "করবো মোরা মাছের চাব, থাকবো সুখে বারো

আমরা সবাই মৎস্যমনত্ব হই মাছের ফলনবৃদ্ধিতে আরো ঘত্রবান হই-এই কমনা করি। কারণ এতেই আমাদের পৃষ্টি এতেইসমৃদ্ধি

(এ.এইচ. মোকাজ্বল করিম)

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় গণপ্ৰজাতন্ত্ৰী বাংলাদেশ সরকার

SABINCO is to make investments in the industrial and agro-based industrial fields in Bangladesh commercial consideration through carrying out of industrial and agroindustrial projects and marketing of their products, goods and services at home and abroad. It may also establish subsidiary companies to carry out particular projects. SABINCO tries maintain a flexible and pragmatic approach in extending financial assistance to commercially viable and socially desirable invest-ment ventures. From its inception the Company's progress has been undisturbed and till June 1995. SABINCO extended finan-cial assistance to 40 companies amounting to Company under Bangla-Bangladesh desh Companies Act, on 24 June 1984 with its

headquarters at Dhaka,

Bangladesh with a

substantial capital of US\$

60 million and com-

menced operation as a

financial institution in

The main objective of

Taka 1.494.070 million (US\$ 37.35 million) in the form of equity, quasi-equity and loans comprising 11 sectors of which aquaculture, textiles and chemicals are the prime

SABINCQ played a ploneering role in

scientific culture of fish and shrimp on commercial basis. SABINCO saw the tremendous potential in fisheries and fish supporting sectors specially in shrimp culture as the ecology of Bangladesh was an excellent one for this. SABINCO came forward almost single handedly in financing these projects based on superior technology aiming at much higher productivity. pre-sently SABINCO financed 9 shrimp culture projects are in operation. The production level in these projects ranges from over 1500 kgs/acre/crop in Aquaculture Farms Limited to over 2300 kgs/acre/crop in Gazi Fish Culture Limited. Production has also reached as high level as 3000 kgs/acre/crop in some of the ponds.

Fish was another important sector for Bangladesh economy where inspite of comparative advantage the production was dwindling just because people were depending solely on nature which had been exhausting its capability as producer of fish. SABINCO simultaneously went ahead with fish project and financed two catfish projects namely, Dhaka Fisheries Limited and Bangladesh Catfish Limited which are also pioneer in organised intensive culture of catfish in Bangladesh. The maxi-mum producution level achieved in catfish production ranges from 30 MT-34 MT/ acre/year. SABINCO first felt the necessity of establishing a feed manufacturing plant for supplying balanced and scientifically formulated feed to the shrimp/ fisheries projects. The first feed mill of the country known as Saudi Bangla fish Feed Limited (SBFFL) came into being in 1988 at Bhaluka, Mymensingh with an annual production capacity of 6,000 MT of feed (shrimp feed, catfish feed and other fish feed) under the technical collaboration provided by Nanlien International Corporation, Taiwan. This project is supplying almost the entire feed requirement of scientifically developed shrimp/fisheries projects of the country at the moment. It may be mentioned here that to cope up with the increasing demand of fish and poultry feed of the country SABINCO is considering to increase the production capacity of SBFFL by 5 times through establishment of its 2nd To put restraint to

unit ravaging exploitation of wild stocking materials (shrimp fries), which has a far-reaching impact on the fisheries resources and keeping in view the anticipated future demand of shrimp fires, SABINCO conceived the idea of establishing a hatchery unit to ensure year-round supply of healthy and uniform-sized fries to the grow-outs. Thus the first commercial Bagda/Galda hatchery named Pioneer Hatchery Limited (PHL). came into being in 1991 with capacity of producing 42 million Bagda and 15 million Galda fries annually. The unit produced 1.7 million pcs. galda fries in 1992 during its first trial operation, and produced 15 million pcs. of bagda fries in early 1993 during its trial operation, and 27.0

million pcs. of bagda fries

in early 1994 during first commercial operation. Second Hatchery at Khulna has been implemented by SABINCO under the aegis of Gazi fish Culture Limited and is designed to produce 100 million Galda and Bagda fries. During 1995 this hatchery was engaged in trial operation and produced about 1 million fries each of bagda and galda. The operation was carried out with the assistance of Thai Technicians. The unit will be in commercial operation from 1996 and is expected to produce as per target.

Thus with vision and courage, SABINCO was able to complete the cycle of involvement in shrimp/ Fish sector by having Feed Mill, Hatcheries and Growouts. It has developed grow out projects having gross area of 758 acres of which 423 acres are water area assigned to semishrimp intensive cultivation. It may be worthwhile to mention here about the tremendous export potential of shrimp, currently about 300,000 acres are under traditional method of shrimp culture and it is estimated that at least 100.000 acres can be brought under semiintensive culture i.e. the production can be increased from 60 kgs/acre/year to 1,500 kgs/acre/year. That is, the export earning can be increased to Tk. 8,000 crore (approx.) a year from the existing export earning of approx. Tk. 1156 crore in 1994-95 from entire fish and related sector. SABINCO also identified

and indulged in several distinct areas as a catalyst. These roles were required for SABINCO to be an effective player in the economic development process. The success in fish sector, as in all successful ventures, requires total dedication and there is no easy route. only the Not entrepreneurs will have to be fully committed and involved, they will have to be ever vigilant because the road leading to success in this sector is fraught with many pitfalls and very slippery to the unaware. Natural calamities are part of the process and the sponsors will have to put-up with these. Disease is normal and does not mean the end of world and entrepreneurs will have to face these eventualities with courage and wait for the opportunate season without ever giving up. Keeping this in view SABINCO in order to import and impart experience is taking steps to have set up a joint venture service oriented company with Lab Inter of Thailand. As Thailand is now spearheading the R&D in fish sector, the Lab Inter (Bangladesh) is

expected to render expert service to shrimp/fish farms and poultry projects. In playing the catalytic role, SABINCO arranged the technology in respect of fries and feed from Tatwan and Thailand and in respect of grow-out from Malaysia, Thailand and Taiwan. The transfer of technology had not been smooth. In the process, SABINCO went through trial and error full of tension but now it has come to a stable situation which seems to have been accepted by the whole nation as means to better production and

income.



প্রতি বছরের মতো এবারও মৎস্য পক্ষ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। মৎস্য চাষ মৌসুমে এটা খুবই সময়োপযোগীউদ্যোগ।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাছ আমাদের খাদ্যের আমিষের চাহিদা পূরণ করে। তাই আমাদের গ্রামাঞ্চলে মজা পুকুর, খাল-বিল, হাওর-বাওড়কে মৎসা খামারের উপযুক্ত করে গড়ে তুলে ব্যাপকভিত্তিক মৎস্য চাবের উদ্যোগ নিতে হবে। দেশের প্রায় এক কোটি লোকের জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই সম্পদের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান সরকার আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মৎস্য চাষের ওপর জোর দিছে। এ কেত্রে সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বে–সরকারী উদ্যোগের ভূমিকা অপরিহার্য। তাই আসুন, দলমত নির্বিশেষে আমরা সকলে মৎস্য চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত

মৎস্য পক্ষ উদযাপন সফল হোক-এই কামনা করি।

ধালেদা জিয়া প্রধান মন্ত্রী গণপ্ৰজাতন্ত্ৰী বাংলাদেশ

Again, in case of semiintensive culture of fish in Bangladesh, SABINCO had to organise the transfer of technology from Thailand both in respect of hatching and grow-out. After about two years of failure, SABINCO's aforementioned catfish projects successfully hatched the catfish and went for successful commercial harvesting. Today the culture of catfish has spread throughout Bangladesh, one of the SABINCO financed projects is now engaged in hatching and growing pangas'. The technology used is indigenous, but if need arises expert from Thailand will be hired to commercialise the hatching and culture. But it appears that the local entrepreneur is capable enough to handle this and once the fries can be hatched on commercial basis then the culture of Pangas' can also be spread throughout Bangladesh. Under the Government's

patronage a National Pilot Scheme (NPS) for expansion of semiintensive shrimp culture in suitable areas of the country was launched. SABINCO received an amount Tk. 150 million through Bangladesh Krishi Bank (BRB)- for implementing semiintensive shrimp culture

projects. The company accorded approvals to 8 projects for expansion and operation of semiintensive culture under the fund from NPS amounting Tk. 142 million and out of this approved amount, Tk. 126 million has already been utilized

It may be noted here that currently the nation produces about 18,000 MT of shrimp from approximately 270,000 acres of coastal area following indigenous method, achieving per acre yield between 60 kgs to 70 kgs. Under semiintensive shrimp culture, two crops per annum is possible and yield of 1500 kgs per acre is achievable,. The current market price of export quality shrimp of average size is about Tk. 300 per kg. On the basts of these assumptions, even if 50,000 acres of land can be brought under semiintensive culture, the nation will be able to earn foreign exchange of Tk. 4500 crores by exporting 150,000 MT of shrimp. This target should be attainable by the year 2000 if necessary financial, technical and infras-tructural support is made available. Incidentally and importantly, for increasing production from the Government of shrimp, the nation does not require either technical assistance or financial assistance from external sources.

Courtesy:



Saudi Bangladesh Industrial and Agricultural Investment Company Itd.

আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, পৃষ্টি, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য সেষ্টরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই

নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে বিগত দু'বছরের ন্যায় এ বছরেও দেশে মৎসা পক্ষ উদযাপিত হচ্ছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার জাতীয় অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে একটি সমন্ত্রিত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অতি সম্ভাবনাময় মৎস্য সেষ্টরের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করেছে। জলমহাল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদনভিত্তিক ইজারা প্রথা প্রবর্তন, বেসরকারীভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পুক্তকরণ এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে এ সেষ্টরের উন্নয়নে সরকার সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী দারিদ্র বিমোচনে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ত্বে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রক্রিয়া সামাজিক আন্দোলনে রূপায়িত হয়েছে। আমরা সমাজের কল্যাণকে উন্নয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন করার পক্ষপাতী नरे। ठारे এদেশের মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী এবং মৎস্য শিলের সাথে সম্পৃক্ত সকলের শ্রম ও প্রযুক্তিগত উপকরণকে কাজে লাগিয়ে প্রবৃদ্ধি হারকে এগিয়ে নেয়ার প্রত্যাশী।

দারিদ্র, সাহায্য নির্ভরশীলতা ও দুর্যোগ প্রবণতার সমন্বয়ে অর্থনীতি এককভাবে বৈশিষ্ট্যময়। এই বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য ভারসাম্য রক্ষা করা এবং অন্যদিকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী স্বয়ন্তর ও দারিদ্র নিরসনকারী প্রবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া। এই প্রেক্ষাপটে উৎপাদনে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সুষম ব্যবহার অপিরহার্য। মৎস্য থাত এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেপারে

আসুন আমরা সকলে মিলে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের সার্বিক উল্লয়নে চলমান উল্লয়ন কর্মকান্ডকে সাফল্য মন্ডিত করি আবদুল্লাহ – আল – নোমান

মৎসা ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার